135

দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAR. 8 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

কলকাতায় গড়ে উঠছে বিশ্ব বই কেন্দ্র

গৌতম চন্দ্র কুর, কলকাতা ঃ বই-প্রেমীদের জন্য সুখবর। কলকাতায় বিশ্ব বই কেন্দ্র গড়ে তুলছে রাজ্য সরকার। রবীন্দ্র সদন আর নন্দনের অদূরেই গড়ে উঠবে এ কেন্দ্র। কেন্দ্রে এপার বাংলার পাশাপাশি ওপর বাংলার সাহিত্য জগৎ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ থাকবে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহের বইয়ের পাশাপাশি শোভা পাবে হাসান আজিজুল হক, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, নির্মলেন্দু গুণদের উপন্যাস-কাব্যগ্রন্থ।

সম্প্রতি কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ থিম প্যাভিলিয়ন হওয়াতে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে এপার বাংলার পাঠকদের প্রচণ্ড আগ্রহ দেখার পরে, বাংলাদেশের বইয়ের প্রচার ও প্রসার বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড। বিশ্ব বই কেন্দ্রে বাংলাদেশী বইয়ের বড় ধরনের সম্ভার রাখতে চাইছে গিল্ড। রাজ্য সরকার এই কেন্দ্র গড়ে তুললেও এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনার দায়িত্বভার থাকছে কলকাতা বইমেলার উদ্যোক্তা পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ডের হাতে। গিল্ডের সম্পাদক অনিল আচার্য জানান, বেশ কয়েকটি তল নিয়ে গড়ে উঠবে বিশ্ব বই কেন্দ্র। নিচতলায় থাকবে যাবতীয় তথ্য, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। বাংলা ভাষার পাশাপাশি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা, আন্তর্জাতিক ভাষাসহ প্রতিবেশী দেশে প্রকাশিত বইপত্র সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যের ভান্ডার থাকবে এখানে। বিশ্বের যে প্রান্তেই নতুন বই প্রকাশ হোক না কেন সেই বইয়ের লেখক, বিষয়বস্তু, প্রকাশন সংস্থাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে এ কেন্দ্রে বসেই।

বাংলাদেশের বইপত্র নিয়েও আলাদা বিভাগ থাকছে। বাংলাদেশের বই পড়ার সুযোগ নেই বলে যেসব সাহিত্যানুরাগী আপশোস করেন তাদের আমোদের অবসান ঘটতে চলেছে এ কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্তে। শামসুর রাহমান, হাসান আজিজুল হক, নির্মলেন্দু গুণদের বই পড়ার শুধু নয় কেনার সুযোগও থাকবে। এ কেন্দ্রে থাকবে বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকদের অধিকাংশ বইয়ের সম্ভার। সাহিত্য নিয়ে যারা গবেষণা করতে চান তারা এই কেন্দ্রে বসে গবেষণার সুযোগ পাবেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও পাওয়া যাবে এ কেন্দ্রে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে পড়তেও কোন অসুবিধা নেই। বই কিংবা পত্রপত্রিকার জগতে ঘন্টার পর ঘন্টা ডুবে থাকতে গিয়ে যদি কখনো ক্লান্তি এসে পড়ে সেই ক্লান্তি দূর করার জন্য থাকছে কফি স্টলও। বিশ্ব বই কেন্দ্রে বিভিন্ন সাহিত্যিকের ওপর সেমিনারের আয়োজনও করা হবে মাঝে-মধ্যে। বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখকদের নিয়ে কর্মশালাও করা হবে।

অনিল বাবু জানিয়েছেন, এই কেন্দ্রে প্রায় লক্ষাধিক বইয়ের সম্ভার গড়ে তোলা হবে। কেন্দ্রের গবেষণা কেন্দ্র এবং পঠনরুম ব্যবহার করতে হলে অবশ্য নির্দিষ্ট হারে টাকা দিতে হবে। তিনি আরও জানান, এ ধরনের কেন্দ্র ভারতে তো বটেই, এমনকি এশিয়াতেও প্রথম গঠিত হচ্ছে। বই সম্পর্কে জানার, বই পড়ার এমনকি কেনার সুযোগ বইপ্রেমীদের নিশ্চয়ই উৎসাহিত করে তুলেছে। বর্তমানে রবীন্দ্র সদনের পাশে যেখানে সৈনিক ভবন অবস্থিত সেখানেই বিশ্ব বইকেন্দ্র গড়ে উঠবে। কলকাতার গর্বের মুকুটে আরও একটি নতুন পালক সংযোজিত হচ্ছে এই কেন্দ্র গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে।